কোরবানি ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)*

যশোর জেলা ইমাম পরিষদ

১৩ই এপ্রিল, ১৯৯৮

আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ, সহনশীলতা ও আল্লাহর রাহে আত্মোৎসর্গের মহান প্রশিক্ষণ দিতে প্রতি বছর মানবতার দ্বারে এসে হাজির হয় ‘‘কোরবানি’’। যার অর্থ সন্তুষ্টি অর্জন বা উৎসর্গ করা। শরীয়তের পরিভাষায় ‘‘কোরবান’’ ঐ বস্তুকে বলে যা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। আজ থেকে চার হাজার পূর্বের কথা, মুসলিম জাতির আদি পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শান্তির সওগাত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে। আরব ভূখন্ডের মূর্তি পুজায় বিশ্বাসী আযর পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। পূর্ণ বয়সপ্রাপ্ত হয়ে যখন তিনি স্বজাতির সামনে মূর্তি পুজার অসারতা তুলে ধরে একত্ববাদের বাস্তবতা পেশ করলে পিতা আযরসহ সকলেই তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। শুরু হলো তার জীবনে কোরবানির অধ্যায়। তারপর থেকে সারাটি জীবন এরই পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাঁকে।

মহান আল্লাহ্র অভিপ্রায় ছিল তাঁর প্রিয় পাত্র ইব্রাহীমকে সম্মানের উচ্চতর স্তর খলীলুল্লাহ বা আল্লাহর বন্ধুত্বের পদ-মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। তাই তার জীবনের বাঁকে বাঁকে কঠিন থেকে কঠিনতর অগ্নি পরীক্ষায় গিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে, উৎসর্গ করতে হয়েছে স্ত্রী, পরিজন, ধন সম্পদশ নিজের পবিত্র জীবনকেও, পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে যখন আহ্বান জানালেন এবং বিভিন্ন পন্থায় মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচারে উদ্যত হলেন, তখন সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো, বাদশা নমরুদ ও তার পরিষদবর্গ তাকে মহা অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আল্লাহ্র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টি লাভার্থে সব কিছুকে হাসিমুখে বরণ করে নিলেন এবং নিজেকে জ্বলন্ত অগ্নি মাঝে নিক্ষেপ করলেন। প্রিয়-কে মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আল্লাহতায়ালা অগ্নিকে নির্দেশ করলেন ‘‘হে আগুন তুমি ইব্রাহীমের ওপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।’’ আল্লার হুকুমে সত্যিই তা শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছিল। প্রথম অগ্নিপরীক্ষা শেষ হতে না হতেই দ্বিতীয় পরীক্ষার পালা। জন্মভূমি ত্যাগ করে তাকে এবার অন্যত্র চলে যেতে হবে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে সম্পুর্ণ নিরাশ হয়ে তিনি

---

* যশোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক লোকসমাজ পত্রিকায় লেখক বেনজীন খানের ‘*কেচ্ছা : অতঃপর কোরবানি কেচ্ছা*’ শিরোনামে নিবন্ধের প্রতিবাদে যশোর জেলা ইমাম পরিষদ কর্তৃক লোকসমাজে প্রকাশিত আলোচ্য নিবন্ধটি আন্তর্জালের পাঠকদের জন্য ‘‘*পশু কোরবানি একটি বিকল্প প্রস্তাব*’’ নামক গ্রন্থ থেকে অনুলিখিত। - অনন্ত

স্বীয় পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অতঃপর তথায় কিছুকাল অবস্থান করে সিরিয়ার পথে রওয়ানা করেন। তখন পর্যন্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)'র কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি আল্লাহ্র দরবারে পুত্র সন্তান প্রাপ্তির প্রার্থনা জানান - কুরআনের ভাষায়, ''ওগো পরওয়ারদেগার, আমাকে সৎ পুত্র দান কর''। মহান আল্লাহ তার এ দু-আ কবুল করে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন।

কুরআনের ভাষায় - ''অতঃপর আমি তাকে এক সহন শীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।'' এখানে ''সহনশীল'' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাতক তার জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না।

হযরত ইসমাইলের জন্মের ইতিবৃত্ত ছিল এই যে, হযরত সারা যখন দেখলেন, তার গর্ভে কোন সন্তা হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যা বলেই মনে করলেন, এ দিকে মিশরের সম্রাট ফিরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খিদমতের জন্য দান করেছিলে। হযরত সারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)'র খিদমতে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। সে মহাত্মা হাজেরার পবিত্র উদরেই হযরত ইসমাইল (আঃ) জন্ম লাভ করেন।

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল বিবি হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাইল (আঃ)কে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরিত হওয়ার। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) এসে তাদের সকলে নিয়ে আল্লার হুকুমে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্য শ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলিল বলতেন এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাইল উত্তরে বলতেন এখনও উদ্দিষ্ট জায়গা আসেনি, সম্মুখে চলুন। এভাবে চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (সেখানে আল্লাহতায়ালার ভাষ্যতে বাইতুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কানগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল) তখন সেখানেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হলো। আল্লার বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার আদেশে প্রেমাসক্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরে বসবাস আরম্ভ করলেন।

কিন্তু পরীক্ষা এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নির্দেশ পেলেন - বিবি হাজেরা ও শিশি ইসমাইলকে অসহায় অবস্থায় এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় পুনরায় ফিরে যেতে। আল্লাহর প্রিয় ইব্রাহীম স্বীয় রবের আদেশ পেয়েই মিশরের পথে যাত্রা করলেন। কিছু বলে যাওয়ারও সময় তার ছিল না। হযরত হাজেরা (আঃ) স্বামীর চলে যাওয়ার ভাব দেখে হতচকিত হয়ে গেলেন। কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পেছেন থেকে কয়েকবার কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন - আপনি এই জনমানবহীন প্রান্তরে আমাদেরকে একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইব্রাহীম নির্বিকার, কোন উত্তর নেই। কারণ তাকে তো কোরবানি ও ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। অবশ্য হযরত হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লারই সহধর্মিনণী। প্রকৃত ঘটনা আঁচ করতে পেরে তিনি স্বামীকে বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইব্রাহীম এবার উত্তর করলেন, হ্যাঁ। খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা (আঃ) এবার খুশি মনে বললেন - এখন যেতে পারেন। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি কখনও আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা সে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জনমানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করলো। তিনি তখন নিস্পাপ শিশুটিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ে বার বার ওঠা নামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্ন খুঁজে পেলেন না এবং এমন কোন মানবও দৃষ্টিগোচর হলো না যার নিকটে পানির তথ্য অনুসন্ধান করবেন। সাতবার পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ছোটাছুটি করার পর সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রহমত নাজিল হল। জিবারাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে সেই ঝর্ণা ধারার নামই বরকতপূর্ণ যমযম। পানির সন্দাহ্ন পেয়ে প্রথমে জীবজন্তু আগমন করল। জীবজন্তু দেখে মানুষ এসেও সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও সংগৃহীত হল। হযরত ইসমাইল (আঃ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত পালিত হয়ে বড় হতে থাকলো। ইব্রাহীম (আল্লাহর) ইঙ্গিতে মাঝে মধ্যে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন এই সময় আল্লাহতায়ালা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাইল অসহায় দ্বীনহীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন, পিতার স্নেহ সোহাগ থেকেও হয়েছিলেন বঞ্চিত। এমতাবস্থায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে আল্লার পক্ষ হতে পুত্র ইসমাইলকে কোরবানির ব্যাপারে আদিষ্ট হলেন। প্রথম দিন স্বপ্ন দেখে গভীর ভাবনায় নিমজ্জিত হলেন। ভাবলেন, মানুষ ইসমাইলকেই যবেহ করতে হবে? না কি আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে?

সেই দিন ছিল জিলহজ্ব মাসের আট তারিখ। যাকে ইসলামী পরিভাষায় এওমুত তারবিয়া বা সন্দেহের দিন বলে। পরের দিন পুনরায় একই স্বপ্নে দেখে ইব্রাহীম অনুধাবন করতে পারলেন যে, প্রিয় পুত্র আদরের দুলাল ইসমাইলকেই যবেহ করার কথা বলা হচ্ছে। তাই জিলহজ্বের নয় তারিখকে এওমুল আরাফা বা পরিচয়ের দিন বলে। কেননা এই তিনি সঠিক সত্য বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। এভাবে লাগাতার তিন রাত্রি একই স্বপ্ন দেখে খলিল (আঃ) তৃতীয়বারের মত অগ্নি পরীক্ষা দিতে চূড়ান্ত গ্রহণ করলেন। অনেক কামনা-বাসনা ও দুআ-প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণ প্রতীম পুত্রকে কোরবানি করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরার সবেমাত্র যোগ্য হয়েছে এবং লালন পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছে আপদে বিপদে তার পাশে দাঁড়ানোর। কী কঠিন অবস্থা তখন, সাধারণ জ্ঞানে যার কল্পনাও করা যায় না।

এক্ষেত্রে খলিলুল্লাহ প্রথমে প্রিয় পুত্রের পরীক্ষা নিবেন, তাই বালক ইসমাইলকে জিজ্ঞেস করলেন - ‘‘ওহে বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। আমি আমার খা’ব’র কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিলাম, গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হলো।’’ কিন্তু সে পুত্র ছিলেন ইব্রাহিমেরই পুত্র, ভাবী পয়গম্বর। তিনি কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দে না করে স্পষ্ট ভাষায় পিতাকে উত্তর দিলেন - ‘‘আল্লার পক্ষ থেকে আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা নির্দ্বিধায় পালন করুন, আমার পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই, আপত্তি নেই, নেই অসন্তুষ্টির কোন আভা, বরং সার্বিক সহযোগিতার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করছি ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।’’ হযরত ইসমাইলের অতুলনীয় বিনয়, আত্মনিবেদন প্রফুল্ল , মনোভাব দেখে ইব্রাহীমের অন্তর শীতল ও শান্ত হয়ে যায়।

জিলহজ্বের ১০ তারিখ, প্রভাতকালে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্র ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা করেন। পথিমধ্যে শয়তানের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। পিতা-পুত্র উভয়কেই প্ররোচিত করার লক্ষ্যে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করলো, পুত্রকে বুঝিয়ে বলল, আজ তোমার আব্বু তোমাকে জবেহ করতে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার কি কোন খবর আছে? এভাবে একবার মাতার কাছে আবার পুত্রের নিকট, পুনরায় বাপের সহবতে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কুপরামর্শ দেয়ার অপচেষ্টা করলো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তিনবার প্রতারিত করার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মিনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। পরিশেষে, পিতা-পুত্র যখন কোরবান গাহে পৌঁছলেন তখন ইসমাইল (আঃ) পিতাকে বললেন, আব্বু আমাকে খুব শক্ত করে বেধে নিন, যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটাফুটায় তা সিক্ত না হয়। কারণ এতে আমার সওয়াব হ্রাস পেতে পারে। তাছাড়া রক্তের চিহ্ন দেখলে আমার আম্মু সর্বাধিক ব্যাকুল ও বিচলিত হবেন। আপনার হাতের ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন যাতে তা আমার গলদেশে দ্রুত চালিত হয় এবং সহজে আমার প্রাণ বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার আপনি আম্মুর কাছে গিয়ে আমার সালাম বলবেন। আর যদি আমার গায়ের জামা তার কাছে নিয়ে যেতে চান তাও নিতে পারেন। হয়তো তিনি এতে কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব মায়ার কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েলন, বৎস, আল্লার নির্দেশ পালনের ব্যাপারে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছে। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করে অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাকে বেধে নিলেন। এবং উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। এরপর আল্লার নবী কোরবানির কাজে ব্রতি হলেন ও বিসমিল্লাহ বলে ছুরি চালিয়ে দিলেন। কিন্তু মোহাম্মদী রক্তের পূণ্যধারা হযরত ইসমাইলকে কোরবানি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, ছিল শুধু খলিল (আঃ)'র প্রেম ও আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত পরীক্ষা নেয়া। তাই তিনি বার বার ইসমাইলের গলায় ছুরি চালিয়েও ব্যর্থ হলেন। মহিমাময় আল্লাহর কুদরতি ইশারায় সেদিন পিতলের একটি টুকরো গলা ও ছুরির মাঝখানে অন্তরায় হয়ে গিয়েছিল। পুত্র ইসমাইল অবস্থাদৃষ্টে বললেন, আব্বু আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমন্ডল দেখে হয়তো আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠছে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হচ্ছে না। হযরত ইব্রাহীম সেভাবেই শুইয়ে পুনরায় পূর্ণশক্তি দিয়ে ছুরি চালাতে থাকেন এবং আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু করণীয় ছিল, তা পুরাপুরিই সম্পন্ন করলেন। অবশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষনা এল, ওগো ইব্রাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ' এতে সত্যি তোমার পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহ ত্যাগ ও সবরের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এ পুত্রকে বাঁচিয়ে রাখবো, আমার পবিত্রতম ঘর বাইতুল্লাহ এরই পূণ্যময় হাতে নির্মিত হবে। এরই পবিত্র শোণিত থেকে সৃষ্টি করবো আমার হাবীব, ইব্রাহিমী পুস্পকাননের সর্বশেষ গোলাপ আখেরী নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে। যে আমার এ সৃষ্টি জগতের মূল উদ্দেশ্য। নবী ইসমাইলের স্মৃতি আমার ভাল লাগে, তার কাজ কর্ম আমার অতি পছন্দনীয়, তার কোরবানি আমার দরবারে মকবুল, তার পিতৃভক্তি অকল্পনীয়। সুতরাং আমি আজ তাকে জবাই হতে দেব না। জান্নাতী এক দুম্বা দিয়ে হযরত জিবরাইল (আঃ) কে পাঠিয়ে বললেন, যাও আমার খলিলকে বলে দাও, পুত্রের পরিবর্তে জবেহ করার জন্য এক মহান জীব উপহার দিলাম। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। পুত্র কোরবানি পরীক্ষায় সে পূর্ণ মার্ক পেয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ

আমার আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হবে, আমি তাদেরকে পার্থিব কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে দেব এবং পরকালের পূর্ণ সাওয়াবও প্রদান করবো। সেই অদ্যাবধি কোরবানির প্রথা চলে আসছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে পশু জবাই করছে। একই দিনে বিশ্বের প্রতিটি স্থানে অগণিত পশু বধ করা হচ্ছে। পৃথিবীর ইতিহাস যার সার্বিক পরিসংখ্যান দিতে ব্যর্থ। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় যে, আজ পর্যন্ত কোরবানির কারণে পৃথিবীর কোথাও পশুর অভাব দেখা দেয়নি। আল্লার কুদরতী ইঙ্গিতে সব সময় তা সরবরাহ হয়ে আসছে। বরং বিশ্বের যেখানে কোরবানির প্রচলন নেই বা তুলনামূলক কম সেখানেই পশুর অভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থা, আয়োজন ও কৌশল অবলম্বন করেও তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে সমর্থ হয় না। আজকের সভ্য জগতই এর উজ্জ্বল প্রমাণ। অন্যদিকে ইসমাইলের স্মৃতিগুলোকে অম্লান রাখার জন্য মহান আল্লাহ এ বিশ্ব চরাচরের সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে নবী ইব্রাহিমের মুখে দাওয়াত করে দিলেন। তোমরা দেখে যাও, ইসমাইলের স্মৃতি বিজরিত স্থান, দেখে যাও হাজেরা বিবির সেই দুঃখ কষ্টের ফসল জনজমের ঝর্ণাধারা, শরীক হয়ে যাও আমার পাগলির সাফা 'মারওয়ার' উন্মাদনায়। কী স্মরণীয় স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে মুসলিম জাতির মননে, মগজে, হৃদয়ের গহীন কুঠিরে। আজকের মক্কা মদীনা তপ যুগ যুগ ধরে ধরে সেই পিতা-পুত্র ও মাতার ত্যাগের ভাস্কর্য ধারণ করে আছে, যা দেখতে প্রতিবছর বিশ্বের হাজিরা সৌদী আরবে সমবেত হয়।

এভাবে নীতি নৈতিকতা, আদর্শ ও কোরবানির প্রায় ত্রিশটির মত গুণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তার খলিলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে সেগুলো এত পছন্দনীয় ছিল যে, শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতদের জন্যও তা অবশ্য পালনীয় সুন্নত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ইব্রাহীম তার সকল পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের পর আল্লার পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো ''আমি তোমাকে মানবসমাজের জন্য নেতৃত্ব দান করবো''। আজ সমগ্র মুসলিম জাতির আমলের দ্বারা আল্লার সে ঘোষণারই প্রতিফলন ঘটছে নিঃসন্দেহে।

<u>গ্রন্থপঞ্জী</u> :

১। তফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন

২। তফসীরে ইবনে কাসির।

৩। তফসীরে মাজহারী।

৪। তারিখে বেদায়া ওয়ান নেহায়া।

৫। আল কুরআনুল কারীম।